পথের পাঁচালী

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

॥ পথের পাঁচালী ॥

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিবেদন

পরিবেশক—অরোরা ফিল্ম করপোরেশান লিঃ

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা	সঙ্গীত	আলোকচিত্র গ্রহণ	শিল্পনির্দেশক
সত্যজিৎ রায়	রবিশঙ্কর	সুব্রত মিত্র	বংশীচন্দ্র গুপ্ত

সম্পাদক	শব্দগ্রহণ	ব্যবস্থাপনা	সঙ্গীতগ্রহণ
দুলাল দত্ত	ভূপেন ঘোষ	অনিল চৌধুরী	সত্যেন চট্টোপাধ্যায়

॥ সহকারীবৃন্দ ॥

পরিচালনায়। শান্তিকুমার চট্টোপাধ্যায়, আশীষ বর্মন, সুবীর হাজরা।
আলোকচিত্র গ্রহণে। দীনেন গুপ্ত, নিমাই রায়, বীরেন ভট্টাচার্য, সৌমেন্দু রায়।
শিল্পনির্দ্দেশনায়। সুরেশ চন্দ্র, সুরৎ বর, দিবাকর দত্ত।
সম্পাদনায়। সুকুমার সেনগুপ্ত, তপেশ্বর প্রসাদ, হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায়
ব্যবস্থাপনায়। সুরেন সাহু, সত্য, নটবর, বাদল, দুলাল।

॥ পরিস্ফুটন ॥

বেঙ্গল ফিল্ম ল্যাবরেটারিজ লিঃ

॥ ভূমিকালিপি ॥

হরিহর। **কানু বন্দ্যোপাধ্যায়**
সর্বজয়া। **করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়**
দুর্গা (বড়) **উমা দাশগুপ্ত** (অ্যাঃ)
অপু। **সুবীর বন্দ্যোপাধ্যায়**
ইন্দির ঠাকরুণ। **চুনীবালা দেবী**
দুর্গা (ছোট)। **রুণ্‌কি বন্দ্যোপাধ্যায়**
সেজোঠাকুরুণ। **রেবা দেবী**
নীলমনির স্ত্রী। **অপর্ণা দেবী**
প্রসন্ন গুরুমহাশয়। **তুলসী চক্রবর্ত্তী**
বৈদ্যনাথ মজুমদার। **বিনয় মুখোপাধ্যায়**
চিনিবাস ময়রা। **হরেন বন্দ্যোপাধ্যায়**
ডাক্তার। **হরিমোহন নাগ**
চক্কোত্তি। **হরিধন নাগ**
দাসীঠাকরুণ। **নিভাননী দেবী**
পুরোহিত। **ক্ষীরোদ রায়**
রাণু॥ **রমা গঙ্গোপাধ্যায়**
টেঁপি। **মঞ্জু**
সতু। **শ্যামল**
টুনি। **পুতুলরাণী**
পুঁটি। **পাপিয়া**
বিনি। **অপর্ণা** (ছোট)

পথের পাঁচালী

কাহিনী

নিশ্চিন্দপুর গ্রামে হরিহর রায়ের পৈতৃক ভিটে। সংসারে আছে হরিহর, তার স্ত্রী সর্বজয়া, ছ'বছরের মেয়ে দুর্গা ও দূর সম্পর্কের বোন ৭৫ বছরের বৃদ্ধা ইন্দির ঠাকরুণ। যজমানির সামান্য আয় থেকে সংসার চালানো কঠিন, কিন্তু হরিহর কবি ও ভাবুক, তাই সে দারিদ্র্য অগ্রাহ্য ক'রে স্বচ্ছল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখতে পারে, যদিও সর্ব্বজয়া বারে বারেই সতর্ক করে দেয়—এভাবে চললে পথে বসতে হবে।

মাঘ মাসের শীতের রাতে সর্বজয়ার একটি ছেলে হয়, এবং তার অল্প দিনের মধ্যেই জমীদারী সেরেস্তায় হরিহরের একটি চাকরি জোটে। এবারে হরিহরের আনন্দে সর্বজয়ারও ছোঁয়াচ লাগে।

ছ'বছর কেটে যায়, তবু স্বপ্ন সফল হয় না। দুর্গা বড় হয়েছে, অপুও পাঠশালা যেতে সুরু করেছে, কিন্তু হরিহরের ভাঙা সংসারে জোড়া লাগেনি। সর্বজয়ার দুঃখের শেষ নাই ভাতকাপড়ের চিন্তা ত আছেই—তার উপরে আছে প্রতিবেশী ধনী মুখুজ্যে গিন্নি সেজঠাকরুণের খোঁটা ও অপমান। আর আছে ইন্দিরের সঙ্গে নিত্য কথা কাটাকাটি।

পুজোর ঠিক পরেই ইন্দিরের মৃত্যু হয়। তার সৎকারের কাজ শেষ ক'রেহরিহর পাড়ি দেয় শহরে। চণ্ডীপাঠটাঠ ক'রে কোন রকমে ভিটা মেরামতের খরচ সংগ্রহ ক'রে সে গ্রামে ফিরবে। স্বামীর অনুপস্থিতিতে কোনরকমে বিয়ের জিনিষপত্র বাঁধা দিয়ে সর্বজয়া সংসারটা চালাতে থাকে।

ফাল্গুন মাসে মুখুজ্যেদের বাড়িতে বিয়ে হোল দুর্গার বন্ধু রাণুর। দুর্গা কলচুরি ছেড়ে পুণ্যিপুকুর ব্রত সুরু করল—তারও যে বিয়ে হবে এবদিন।

কিন্তু এই ক্ষুদ্র অসহায় সংসারের উপর সবচেয়ে বড় আঘাত হানল কালবৈশাখীর ঝড়।

দুর্গার মৃত্যু হোল নিউমোনিয়া জ্বরে। জীর্ণ ভিটে একেবারে ধূলিসাৎ হয়ে গেল।

হরিহর শহর থেকে ফিরে প্রথমে শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়ল। কিন্তু এই দারুণ শোকই তাকে নতুন করে নিজের পায়ে দাঁড়াবার শক্তি ও সাহস দিল। সে স্থির করল কাশীতে গিয়ে আবার নতুন করে সংসার পাতবে।

PATHER PANCHALI

The Story of Apu & Durga

The film tells the story of a poor Brahmin family who live in their ancestral village in Bengal : the father (a poet and lay priest, an optimist and dreamer whose unrealistic approach to life keeps his family in humiliating poverty) ; the mother (a practical woman who must cope with the everyday struggles of the family) ; Durga (their daughter, about six years old when the film begins, whose one bad habit is stealing mangoes from the neighbours' orchards) ; Apu (their son, an intelligent boy much indulged by mother and sister) ; an aged aunt (who lives in a hut in the garden, constantly bickering with the mother but beloved by Durga).

Secondary characters are : a rich, cantankerous woman (who owns most of the surrounding orchards and who makes no secret of her disdain for the poor family) ; a sympathetic woman (a friend of the mother).

Early in the film Apu is born. Later, the father, sitting in the kitchen, tells his wife of his new job in the Treasury and plants a wonderful future : he will repair the house, find a husband for Durga, send Apu to a good school, and write a great poem or play. The mother is infected by her husband's optimism.

Six years pass. The father is still drudging at his underpaid job ; the house is unrepaired. Apu attends a poor school run by a scholar who is also the village grocer. The mother, tired for her husband's complacency, urges him to assert himself.

The children visit the house of the rich, cantankerous woman who later accuses Durga of stealing a valuable necklace. Durga is searched but the necklace is not found. The rich woman accuses the poor family of thievery. The mother vents her humiliation and rage by throwing Durga out of the house.....but later sends Apu to bring her home.

That night while the old aunt tells a fairy story to the children the father returns with his overdue wages and tells of an offer to officiate at an initiation ceremony for which he will be well paid. The mother urges him to set out immediately, but he insists that delay is more seemly.

After a bitter quarrel with the mother, the old aunt leaves the house. Meanwhile the children attend a

travelling fair and theatrical performance, quarrel and are reconciled. The old aunt returns home ill and begs to be allowed to die there, but the mother does not believe her and refuses to take her in. The old woman leaves. The children find ner in the orchard but tneir joy is turned to sorrow when they realize she is dead.

The father finally sets out for the initiation ceremony. The mother's anticipations of prosperity are shattered by the arrival of a postcard : the ceremony has been cancelled ; her husband is going to the city and will not return until he has earned enough money to repair the house.

Months pass. The lovely daughter of the rich, cantankerous woman is married. Durga is impressed and begins to perform religious rites (planting the flower). The mother fights a losing battle against poverty.

A second postcard from her husband brings good news—he has earned the necessary money and is returning home.

The homecoming is saddened by Durga's death. The father at last faces life realistically and decides to take his family to Benares.

The family leave their ancestral home for a new life.

অরোরা ফিল্ম করপোরেশনের নিবেদন

লোকপ্রিয় উপন্যাসের

চিত্তপ্রিয় চিত্ররূপ

মহানিশা

কাহিনী ঃ অনুরূপা দেবী

পরিচালক ঃ সুকুমার দাশগুপ্ত
চিত্রনাট্য ঃ বিনয় চট্টোপাধ্যায়
সঙ্গীত ঃ রবীন চট্টোপাধ্যায়

●

চরিত্র চিত্রণে ঃ সন্ধ্যারাণী, বিকাশ রায়,
রবীন, অনুভা, ধীরাজ, পাহাড়ী, অমর,
সুপ্রভা, রাণীবালা, বাণী, কৃষ্ণধন,
ভানু, পশুপতি প্রভৃতি।

●

মুক্তিপথে

মহাজাতি আর্ট প্রেস, ১৩৬বি, আশুতোষ মুখার্জী রোড, কলিকাতা-২৫ হইতে মুদ্রিত।